তারিখ ... পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দৈনিক ইনকিলাব

৪ মাসে ১০ হাজার মাদ্রাসা ছাত্র গ্রেফতার ধ্বংসের মুখে তাদের শিক্ষাজীবন

মোঃ আবদুর রহিম ॥ ফতোয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের রায় বাতিলের দাবী করে আন্দোলন করায় এবং সরকার পতনের আন্দোলনে অংশ নেয়ায় পুলিশ গত ৪ মাসে ১০ হাজারের বেশী মাদ্রাসা ছাত্রকে গ্রেফতার এবং ৩ শতাধিক মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করায় এসব ছাত্রদের শিক্ষাজীবন ধ্বংসের উপক্রম হয়েছে। ইতোমধ্যে মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল, আলিম ও কামিল পরীক্ষা চলছে। নীচের ক্লাসে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার কারণে উল্লেখিত মাদ্রাসা ছাত্ররা শ্রেণীকক্ষে পাঠগ্রহণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের উপর পুলিশের হয়রানী নির্যাতন এখনও বন্ধ হয়নি বরং তা অব্যাহত রয়েছে বিভিন্ন জেলায় মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের উপর। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কিছু ছাত্রের পরীক্ষার ব্যবস্থা হলেও দেশের অন্যান্য জেলখানায় অনুরূপ পরীক্ষা গ্রহণের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়াও গ্রেফতারকৃত মাদ্রাসা ছাত্রদের থানায় আটক রেখে অমানবিক নির্যাতন, মিছিলে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ এবং পুলিশের গুলীতে

আহত শতাধিক মাদ্রাসা ছাত্র চিরপঙ্গুত্বের শিকার হয়েছে বলে ইসলামী দল ও সংগঠনসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে। উক্ত তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে ১৫ হাজারের

৫-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

৪ মাসে ১০ হাজার মাদ্রাসা ছাত্র গ্রেফতার

৮-এর পৃষ্ঠার পর

বেশী মাদ্রাসা ছাত্র ও শিক্ষকের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা, ঝুলছে। অপরদিকে প্রায় অর্ধসহস্র মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকের ওপর হুলিয়া জারি থাকায় তারা ফেরারি রয়েছে। সূত্রমতে, একমাত্র ময়মনসিংহেই প্রায় দেড়শ' ছাত্র-শিক্ষকের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি রয়েছে।

উল্লেখ্য, এসব মামলা ও গ্রেফতারের ঘটনার শতকরা ৯০ ভাগ ঘটেছে গত জানুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে। এরপরও মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের গ্রেফতার, আটক এবং নির্যাতন বন্ধ হয়নি।

দিনচারেক আগে ময়মনসিংহের গফরগাঁও-এ ফতোয়া বিষয়ে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির একটি বুকলেট বিতরণের অপরাধে গফরগাঁও পুলিশ ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির গফরগাঁও থানার আহবায়ক মাওলানা নাজমুল হক এবং ষোলহাসিয়া এতিমখানার ১২ বছরের ছাত্র আলামীনকে আটক করে নির্যাতন করেছে। এখানেই শেষ নয়, পুলিশ ষোলহাসিয়া মাদ্রাসা সুপার ও গফরগাঁও বায়তুন নূর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা লুৎফাইয়েইলকে 'গ্রেফতার' করতে গভীর রাতে তার বাড়ী তল্লাশি ছাড়াও পুলিশ বুট পায়ে মসজিদের অভ্যন্তরে ঢুকে তল্লাশির একপর্যায়ে ইমাম সাহেবকে না পেয়ে মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ নামক একজন মুসুল্লীকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। একইভাবে ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, হবিগঞ্জের বানিয়াচং, নরসিংদী, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ ও দিনাজপুরসহ বিভিন্ন স্থানে পুলিশ মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের নির্যাতন-গ্রেফতার অব্যাহত রেখেছে। শুধু তাই নয়, ঢাকার জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কালাম, নূর মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা কবির হোসেন, রহমানিয়া হাকিকিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মাহফুজুল হকসহ অনেক মাদ্রাসা শিক্ষকের পরিবারের সদস্যদেরও পুলিশ অহেতুক নাজেহাল করছে। গফরগাঁও-এ পুলিশের কর্মকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন গফরগাঁও-এর বিশিষ্ট শিল্পপতি বিএনপি নেতা এবি সিদ্দিকুর রহমান। তিনি মাদ্রাসা ছাত্র-শিক্ষকদের অহেতুক হয়রানি থেকে বিরত থাকতে পুলিশের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।